এ সপ্তাহের খুৎবা- (৪)

আকাশ মালিক

(বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের রেকর্ডকৃত বক্তব্য অবলম্বনে)

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদেরকে কাফির-কুফ্ফার, ইহুদী, নাসারাদের ঘরে জন্ম না দিয়ে, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে, ধর্ম-গ্রন্থের শ্রেষ্ট ধর্ম-গ্রন্থ আল্-কোরআন দিয়ে, নবী কুলের শ্রেষ্ট নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মত বানিয়ে, সকল জাতীর শ্রেষ্ট জাতী মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যে নবীর জন্ম না হলে আল্লাহ্র আরশ, কুরসী, বেহেস্ত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, ফেরেস্তা, হুর-গেলমান, চন্দ্র-সূর্য্য, রাত-দিন, গ্রহ-নক্ষত্র, জীব-জন্তু, মানুষ, কোন প্রকারের জলীয়-বায়বীয়, জড় পদার্থের সৃষ্টি হতোনা, সেই নবী যখন মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন, বেশীর ভাগ মানুষ তাঁকে পয়গাম্বর বলে মানতে রাজী হলোনা। কাফের মুশরিকেরা কি বল্লো, আল্লাহ কোরআনে বলছেন- সুরা আস্-সাফাত, আয়াত ৩৬

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

তারা বলতো, আমরা কি আমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করবো একজন পাগল কবির জন্যে?

তারা কোরআন শুন্লে কি করতো আল্লাহ্ বলছেন-

وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ لَمَّا

সুরা আল্.কলম আয়াত ৫১ سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ

কাফেরেরা যখন কোরআন শুনে, তখন যেন তারা চোখ দিয়ে তোমাকে আছাড় মেরে ফেলে দিবে, আর তারা বলে ‘সে তো একজন পাগল’।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ

সুরা আল্.কলম আয়াত ১৫ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

আমার আয়াত বর্ণনা করলে সে বলে ‘এতো সেকালের উপকথা।’

আল্লাহ্, নবীজীকে সান্তনা দেন-

	مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ	সুরা আল্,কলম আয়াত (২)

(২) তুমি তোমার প্রভুর দয়ায় উম্মাদ নও।

(৩) তোমার জন্যে রয়েছে অশেষ পুরুস্কার।

(৪) তুমি নিশ্চয়ই মহান চরিত্রের অধিকারী।

কাফেরারা কোরআনকে শুধু কবির কল্পনা, কল্প-কাহিনীই বলে নাই, তারা বলে 'মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র নামে নিজে বাইবেল আর তাওরাত থেকে নকল করে এ সমস্ত লিখছেন'। তাদের জবাবে আল্লাহ্ পুরো একটি সুরা নাজেল করে বলেন-

সুরা আল্-হাক্কাহ্ (নিশ্চিত সত্য)

ٱلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ
بِٱلْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا۟ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ
صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا
فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم
مِّنۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

১) নিশ্চিত সত্য।
২) কি সেই নিশ্চিত সত্য?
৩) আহা, কি দিয়ে আমি তোমাকে বুঝাই, কি সেই নিশ্চিত সত্য?
৪) আ'দ আর ছামুদ জাতী মহা-প্রলয়কে (কিয়ামত) মিথ্যা বলেছিল।
৫) তারপর ছামুদ গোত্রকে ধ্বংস করা হলো এক প্রলয়ংকর বিপর্যয়ে।
৬) আর আ'দ গোত্রকে ধ্বংস করা হলো এক প্রচন্ড ঝড়-তুফান দিয়ে
৭) তাদের ওপর সেই প্রচন্ড ঝড়-তুফান বয়েছিল অবিরাম আট দিন সাত রাত্রি। তুমি তাদেরকে দেখতে যে, তারা ভূ-পাতিত হয়ে পড়ে রয়েছে, যেন মৃত খেজুর গাছের ফাঁপা গুড়ি।
৮) তুমি কি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও?
৯) ফেরাউন, তার পুর্ববর্তিরা, ও উল্টে যাওয়া বস্তির মানুষেরা গুরুতর পাপ করেছিল।
১০) তারা আল্লাহর ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করেছিল, তাই আল্লাহ তাঁদেরকে শক্ত হাতে পাকড়াও করলেন।
১১) নিশ্চয়ই যখন জল ফেঁপে উঠেছিল, আমরাই তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে উঠিয়েছিলাম,।

১২) যেন আমরা এটিকে তোমাদের জন্যে বানাতে পারি স্মারণীয় বিষয়, আর শ্রুতিধর কান যেন তা (বুঝতে পারে) মনে রাখতে পারে।
১৩) যখন সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটিমাত্র ফুৎকার,
১৪) আর একটি মাত্র ধাক্কায় চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়া হবে পৃথিবী ও পর্বতমালাকে,
১৫) সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে।
১৬) সেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন।
১৭) আকাশের প্রান্ত সীমানায় থাকবে ফেরেস্তাগন আর তাদের ওপরে আটজন ফেরেস্তা তোমার প্রভুর আরশ বহন করবে।
১৮) সেদিন তোমাদেরকে অনাবৃত (উপস্থিত) করা হবে, তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবেনা।
১৯) তারপর যাকে তার ডান হাতে বই দেয়া হবে, তখন সে বলবে ‘ নাও তোমরাও আমার বই পড়ে দেখো’,
২০) ‘আমি জানতাম আমাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে’।
২১) ‘অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে’,
২২) ‘সু-উচ্চ বেহেস্তে’,
২৩) ‘যার ফলমুল থাকবে (অবনমিত) তার নাগালের মধ্যে’।
২৪) ‘বিগত দিনে তোমরা যা করেছিলে তার প্রতিদানে খাও আর পান করো তৃপ্তি সহকারে’।
২৫) ‘আর যাকে তার বাম হাতে বই দেয়া হবে, তখন সে বলবে-‘ হায় আপসোস, আমাকে যদি আমার বই দেখানো না হতো’,
২৬) ‘আর আমি যদি জানতামনা আমার হিসেবটি কি’।
২৭) ‘ হায় আপসোস, মৃত্যুটাই যদি আমার শেষ হতো’।
২৮) ‘আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসলো না’
২৯) ‘আমার ক্ষমতাও কোন কাজে লাগলো না’।
৩০) (ফেরেস্তদেরকে বলা হবে) ‘তাকে ধরো আর বাঁধো’
৩১) ‘অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও’,
৩২) ‘তারপর তার গলায় সত্তর হাত লম্বা লোহার বেড়ী পরাও’।
৩৩) ‘নিশ্চয় সে বিশ্বাস করতোনা মহান আল্লাহ্‌তে’,
৩৪) ‘আর সে উৎসাহ দেখাতোনা মিছকিনদের খাবার দিতে’
৩৫) ‘সে জন্যে আজ তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই’,
৩৬) ‘আর তার জন্যে কোন খাদ্য নেই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ছাড়া,
৩৭) ‘যা পাপীরা ব্যতিত কেউ খায়না’।
৩৮) ‘কিন্তু আমি খসম খাচ্ছি, তোমরা যা দেখো’,
৩৯) ‘আর তোমরা যা দেখোনা তারও
৪০) যে, এই কোরআন এক সম্মানিত রাসুলের বাণী’।
৪১) ‘আর এ কোন কবির কল্পনা নয়, তোমরা সামান্যই বিশ্বাস করো’।
৪২) ‘আর এই কোরআন কোন গণৎকারের বাকচাতুরীও নয়, যা তোমরা চিন্তা করো’।
৪৩) ‘এ হচ্ছে বিশ্বপ্রভুর কাছ থেকে অবতীর্ণ’।
৪৪) ‘আর তিনি (মুহাম্মদ দঃ) যদি আমার নামে কোন বই রচনা করতেন,
৪৫) ‘তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম’।
৪৬) ‘তারপর তার কন্ঠ-নালী কেটে ফেলতাম’।
৪৭) ‘তখন তোমাদের কেউ তাকে বাঁচাতে পারতেনা’।
৪৮) ‘আর নিশ্চয়ই এইটি ধর্মভীরুদের জন্যে এক স্মারক গ্রন্থ’।

৪৯)‘আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেকেই মিথ্যারোপ করছো’,
৫০) ‘নিশ্চয়ই (এই কোরআন) কাফেরদের জন্যে বড় অনুতাপের বিষয়’।
৫১) ‘নিশ্চয়ই (এই কোরআন) সু-নিশ্চিত সত্য’।
৫২) ‘অতএব তোমার মহান প্রভুর মহিমা বর্ণনা করো’।

নবীজী প্রভুর মহিমা মানুষকে শুনালেন-

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

সুরা আল্ ইন্সান, আয়াত (৫)

৫) নিশ্চয়ই (মুমিন) সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পান-পাত্র।

Verily, the Abrâr (pious, who fear Allâh and avoid evil), shall drink a cup (of wine) mixed with water from a spring in Paradise called Kâfûr.

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

৬) একটি ফোয়ারা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে, তারা তা প্রবাহিত করবে অবিরাম ধারায়।

فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

১১) আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেদিনের অকল্যাণ থেকে, আর দান করবেন সজীবতা ও আনন্দ।

وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا

১২) ধর্য্য ধরার কারণে তাদেরকে দিবেন (জান্নাত) বাগান আর রেশমী পোশাক।

مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

১৩) তারা সেখানে বসবে রাজকীয় আসনে, আর সেখানে থাকবেনা কোন সুর্যোত্তাপ বা কনকনে ঠান্ডা।

দোজখীরা শুধু ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজই খাবেনা, আরো ভয়ঙ্কর খাদ্য ও মহা-শাস্তি আছে তাদের জন্যে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন বহু সুরায় বারবার। কিয়ামতের দিনে মানুষকে তিনভাগে ভাগ করা হবে। ডান পন্থি, অগ্রগামী পন্থি, ও বাম পন্থি। এরা কোন্ দল কি পাবে সুরা 'ওয়াকিয়ায়' আল্লাহ্ বলেন, অগ্রগামী পন্থিরা পাবে-

আয়াত (১২) আনন্দময় বাগান।

(১৫) কারুকার্যময় সিংহাসন-

(১৬) তাতে তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে।

(১৭) তাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে চির নতুন তরুণেরা-

Round about them will (serve) youths of perpetual

(freshness).

(১৮) পান-পাত্র, সুরাই ও নির্মল পানীয়ের পেয়ালা নিয়ে।

(১৯) তাতে (বেহেস্তীদের) মাথাও ধরবেনা নেশায়ও ধরবেনা।

(২০) আর ফল-মুল, যা তারা পছন্দ করে।

(২১) আর পাখির মাংস, যা তারা কামনা করে।

(২২) (আর থাকবে) নত-চাহনীর হুরীগণ।

(২৩) হুরীগণ হবে ঢাকা-মুক্তার ন্যায়।

ডান পন্থিরা পাবে-

(২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন সিদরা-গাছের নীচে।

(২৯) আর সারিসারি সাজানো কলাগাছ।

(৩০) সুদূর বিস্তৃত ছায়া-

(৩১) আর উছলে ওঠা পানি।

(৩২) আর প্রচুর পরিমানে ফল-মুল।

(৩৪) আর উঁচু-দামী গালিচা।

(৩৫) নিঃসন্দেহে আমরা হুরীগণকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ প্রক্রীয়ায়।

(৩৬) আর তাদেরকে বানিয়েছি চির কুমারী।

(৩৭) সোহাগিনী ও সম-বয়স্কা।

আর বাম-পন্থি লোকদের জন্যে-

(৪২) তারা থাকবে, উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে-

(৪৩) আর কালো ধোঁয়ার ছায়ায়।

(৫২) তাদেরকে বলো, আলবৎ তোমরা ভক্ষন করবে 'জাক্কুম' গাছের ফল। (চতুর্দিকে বিষাক্ত লম্বা কাঁটা বেষ্টিত ফল, যা দোজখীদের গলায় আটকাবে, ভেতরেও যাবেনা বেরিয়েও আসবেনা)

(৫৪) তারপর পান করানো হবে ফুটন্ত পানি। (যে পানি গলা দিয়ে ঢুকবে আর নাড়ী-ভুরি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পেছন দিকে বেরিয়ে আসবে)

এভাবে সুদীর্ঘ ১৩টি বৎসর যাবত নবীজীর মক্কী জীবনে আল্লাহপাক ৯০টি সুরার প্রায় সবটিতেই ঐ তিনটি বিষয়ে মানুষকে জানালেন। বেহেস্তের পরম সুখ, দোজখের ভয়ানক শাস্তি ও পুর্ববর্তি নবীদেরকে অমান্য করার ভয়াবহ পরিণাম। কিছু মানুষ নবীজীকে নবী বলে মানলো, বেশীরভাগ মানুষ বিশ্বাস করলোনা। পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা এবং পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র পরিচালনার দিক-নির্দেশনা নিয়ে কোরআন নাজেল হওয়ার এখনো বাকি। একদিন রাত্রে আল্লাহ নবীজীকে মক্কা থেকে তাঁর পবিত্র আরশে উঠিয়ে নিলেন। আরশে নেয়ার পথে দেখিয়ে দিলেন কোথায় জগতের প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। আল্লাহ্‌র দেয়া নির্দিষ্ট তারিখ মত রাসুল (দঃ) একদিন তাঁর উম্মতগণকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করলেন।

চলবে-